Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain, Muhammad Zafar Iqbal
Khushi Kabir, Myrna Cunningham Kain,
Michael C.van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

Chittagong Hill Tracts Commission

বিবৃতি

খাগড়াছড়িতে প্রস্তাবিত "আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি" প্রকল্প বাতিল ঘোষণা করায় সরকারের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

১৩ অক্টোবর ২০১৬, ঢাকা: প্রস্তাবিত "আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি" প্রকল্প বাতিল ঘোষণা করায় সরকারের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন ধন্যবাদ জানাচ্ছে। একইসাথে কমিশন আশা করছে যে, সরকার তার এই সুচিন্তিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভবিষ্যতেও পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল প্রকার উন্নয়ন উদ্যোগ বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধি এবং প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষেই কেবল অগ্রসর হবে।

উল্লেখ্য, 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল' কর্তৃপক্ষ খাগড়াছড়ি জেলায় "আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি" প্রকল্পের জন্য খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের কাছে এক চিঠির [নং-০৩.৭৫৯.১৪.৫৩.০০.০৫৮.২০১৬- ১০৫৩] মাধ্যমে ৬৪০ একর খাস জমির অবস্থান, দাগসূচী ও মৌজা ম্যাপ প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। এই প্রস্তাবিত এলাকাটি অধিগ্রহণ করা হলে খাগড়াছড়ি জেলা সদর ও মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ৩টি মৌজায় ২১টি গ্রামের প্রায় পাঁচ শতাধিক পাহাড়ি পরিবার উচ্ছেদের শিকার হতো। এছাড়া প্রস্তাবিত এলাকায় ৬টি হিন্দু মন্দির, ২টি গীর্জা, ১টি বৌদ্ধ মন্দির, শ্মশান ঘাট, সরকারি ও বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। স্থানীয় জনগণের প্রতিবাদ এবং সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে সরকার "আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি" প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে সরে আসায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের বিরোধী নয়। কিন্তু কমিশন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন, পর্যটন ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে যেসব জমি অধিগ্রহণ করে স্থাপনা নির্মাণ, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেসব এলাকার আদি অধিবাসীরা বারবার উচ্ছেদের শিকার হয়েছে। যেমন- বান্দরবানে নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের ফলে কাপ্রু ম্রো পাড়া থেকে কমপক্ষে দুশ ম্রো সম্প্রদায়ের পরিবার উচ্ছেদের শিকার হয়েছে। এছাড়া রাঙ্গামাটির সাজেক পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের ফলে রুইলুই গ্রামের অর্ধশতাধিক ত্রিপুরা পরিবার উচ্ছেদের মুখে রয়েছে। অথচ যাদের জন্য উন্নয়নের কথা বলা হয়ে থাকে তাদের মতামত কখনও গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া প্রথাগত আইন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মৌজা হেডম্যানদেরও মতামত নেয়া হয়না। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির খ খন্ডের ২৬(ক) ধারা অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ (ক) নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে- "আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না"।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আশা করছে, সরকার ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য যে উদ্যোগই গ্রহণ করুক না কেন সেই উদ্যোগ বা প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধি এবং প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ধন্যবাদসহ,

সুলতানা কামাল
কো-চেয়ার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন

এলসা স্টামাতোপৌলো
কো-চেয়ার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন

সদস্য: ড.স্বপন আদনান, লারস এন্ডারস বেয়ার, টোনা ব্লাই, ভিক্টোরিয়া তাওলি-কর্পাজ, ড. বীণা ডি'কস্টা, হার্স্ট হেনাম, ড. ইয়াসমিন হক, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, ড. মো: জাফর ইকবাল, খুশী কবির, মির্না কানিংহাম কেইন, মাইকেল সি ভন ওয়াল্ট প্রাগ, ড. ইফতেখারুজ্জামান।

উপদেষ্টা: ইয়েনেকি এরেঞ্জ, টম এস্কিলসন, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা।

International Secretariat:
C/O IWGIA, Classensgade 11E, 2100 Copenhagen, Denmark
Phone: +45 35 27 05 00, Fax: +45 35 27 05 06
E-mail: cn@iwgia.org
Phone: +88 02 91 46 048, E-mail: chtcomm@gmail.com
www.chtcommission.org